দামুড়হুদায় দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা সদরের ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া নামের একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থী নির্যাতনের গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) বেলা ১২টার দিকে ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পরিবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বরাবর একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর পিতা রকিবুল ইসলাম (রিপন) অভিযোগে জানান, তার ছেলে রাহাত হুসাইন (১২) গুলশান পাড়ার ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। অভিযুক্ত শিক্ষক আব্দুল মুকিত (৩০) ও হুমায়ন (২৮) দীর্ঘদিন ধরে তার ছেলেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে আসছেন।

অভিযোগে উল্লেখ করা হয়, সামান্য কারণ বা বিনা কারণেই শিক্ষার্থীর কান ধরে টানা, চুল টেনে ধরা, শরীরে চিমটি কাটা, এমনকি মাথায় আঘাত করার মতো অমানবিক আচরণ করা হতো। প্রায় ১৫ দিন আগে মারধরের এক ঘটনায় শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা নিতে হয়।

পরিবারের দাবি, বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কোনো কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বরং অভিযোগ করার পর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়।

সর্বশেষ গত ২৬ এপ্রিল সকাল ১১টার দিকে ক্লাস চলাকালে শিক্ষার্থীকে ভয়ভীতি দেখিয়ে চুল ধরে টেনে মাথা নিচু করে পায়ের মাঝে ঢুকিয়ে বাঁশের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারধর করা হয়। এতে শিশুটির পিঠ, কোমরসহ শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম হয়।

এ ঘটনার পর অভিভাবক প্রতিবাদ জানাতে গেলে অভিযুক্ত শিক্ষকরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং মারমুখী আচরণ করেন বলে অভিযোগ

উঠেছে। এমনকি “ছেলেকে মেরেছি, যা পারিস করে নে” বলে হুমকি দেওয়া হয় বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে এর আগেও শিক্ষার্থী মারধরের অভিযোগ রয়েছে। তবে প্রভাবের কারণে কেউ মুখ খুলতে সাহস পায়নি।

অভিযোগের বিষয়ে ফাস্ট মাল্টিমিডিয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক মাসুম বিল্লাহ বলেন, “এ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমাকে কেউ কিছু বলেনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখছি।”

এদিকে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি। শিশুটিকে দেখেছি। তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

ভুক্তভোগী পরিবার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে। সচেতন মহলও দ্রুত প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়।

দামুড়হুদার জয়রামপুরে তিনতলা ভবন থেকে পড়ে রংমিস্ত্রির মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুরে রংয়ের কাজ করতে গিয়ে তিনতলা ভবন থেকে পড়ে শাকিল (৩৫) নামের এক রংমিস্ত্রির মৃত্যু হয়েছে। তিনি উপজেলার জয়রামপুর মাঠপাড়ার বাসিন্দা ও ওহিদুল ইসলামের ছেলে।

গতকাল শনিবার জয়রামপুর শাহপাড়ায় এক প্রবাসীর বাড়িতে রংয়ের কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, বাড়ির উপরের তলায় বাঁশের মই বেয়ে ওঠার সময় অসাবধানতাবশত পা পিছলে নিচে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হন শাকিল।

স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

এদিকে, এ মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবার, আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয়দের মধ্যে গভীর শোক বিরাজ করছে।

নিহত শাকিলের একটি পাঁচ বছর বয়সী কন্যা সন্তান রয়েছে।

দামুড়হুদায় জোরপূর্বক কৃষকের পাকা ধান কেটে নেওয়ার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক পাকা ধান কেটে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। শনিবার (২৫ এপ্রিল) সকালে উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামের আইড়মারি বিল এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে মাসুম বিল্লাহ ওরফে মন্টুর সঙ্গে একই গ্রামের মৃত বরকত আলী মণ্ডলের ছেলে নুরুল হকের দীর্ঘদিন ধরে জমিজমা নিয়ে বিরোধ চলছে। এর জের ধরে প্রায় সাত মাস আগে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় মন্টুর চাচাতো ভাই জয়নুর (৫০) নিহত হন এবং খাজা আহমেদ (৫৫) ও জাহির (৪৫) গুরুতর আহত হয়ে বর্তমানে পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

ভুক্তভোগী মাসুম বিল্লাহ মন্টু দাবি করেন, তিনি ওয়ারিশ সূত্রে পাওয়া জমিতে গত দুই বছর ধরে চাষাবাদ করে আসছেন। শনিবার সকালে তিনি খবর পান, নুরুল হক ও তার সহযোগীরা দেশীয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে তার প্রায় দুই বিঘা জমির পাকা ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছেন। পূর্বের ঘটনার কারণে নিরাপত্তাহীনতায় তিনি ঘটনাস্থলে যেতে পারেননি।

তিনি আরও জানান, তাৎক্ষণিকভাবে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন করা হলেও পুলিশ পৌঁছানোর আগেই অভিযুক্তরা ধান কেটে নিয়ে চলে যায়। এর আগেও তার জমি থেকে ভুট্টা ও গম কেটে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান তিনি।

এ বিষয়ে নুরুল হকের সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি (তদন্ত) সুলতান মাহমুদ বলেন, এখনো কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তারা।

দামুড়হুদায় মৌমাছির কামড়ে সিকিউরিটি গার্ডের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মৌমাছির কামড়ে আনিছুর রহমান (৪৫) নামে এক সিকিউরিটি গার্ডের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তিনি খালিশপুর কনটেক মিলের সিকিউরিটি গার্ড হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নিহত আনিছুর রহমান দামুড়হুদা সদরের পুরাতন বাজার পাড়ার বাসিন্দা আবু- গানীর ছেলে। সে দুই সন্তানের জনক ছিলেন।

জানাগেছে, গতকাল শনিবার দুপুর আনুমানিক ১টার দিকে কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে জয়রামপুর দোয়ার ধারে পৌঁছালে হঠাৎ এক ঝাঁক মৌমাছির আক্রমণের শিকার হন তিনি। এতে গুরুতরভাবে আহত হলে স্থানীয়রা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

স্থানীয়রা জানান, ওই এলাকায় প্রায়ই মৌমাছির ঝাঁক দেখা যায় এবং আগে থেকেও কয়েকজন আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তারা আরও বলেন, “হঠাৎ করেই মৌমাছির ঝাঁক এসে আনিছুর ভাইয়ের ওপর হামলা করে। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অবস্থা খারাপ হয়ে যায়।

এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরিবারে চলছে আহাজারি। এলাকাবাসী প্রশাসনের কাছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন, যাতে ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা আর না ঘটে।

দামুড়হুদায় টিসিবির চালে পোকা থাকার অভিযোগ

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) এর পণ্য বিতরণে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বিশেষ করে নিম্নআয়ের মানুষের জন্য সরবরাহ করা চালের মান নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন উপকারভোগীরা।

বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) উপজেলার সীমান্তবর্তী কুড়ালগাছি ইউনিয়নে টিসিবির পণ্য বিতরণের সময় বেশ কয়েকজন কার্ডধারী

অভিযোগ করেন, তাদের দেওয়া চাল নিম্নমানের এবং চালের ভেতরে ছোট ছোট পোকা পাওয়া যাচ্ছে। এতে চালটি ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন তারা।

ভুক্তভোগী ও স্থানীয়রা জানান, স্বল্পমূল্যে চাল পাওয়ার আশায় তারা টিসিবির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দেওয়া চাল ধোয়ার সময়ই পোকা ভেসে ওঠে, যা খাওয়ার উপযোগী নয়। তারা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সুদৃষ্টি কামনা করেন।

এ বিষয়ে কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন বলেন, “টিসিবির পণ্য বিতরণের সঙ্গে ইউনিয়ন পরিষদের সরাসরি সম্পৃক্ততা নেই, বিষয়টি ডিলার দেখভাল করেন।”

নিম্নমানের চালের বিষয়ে ডিলারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা

হলেও তার কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উবাইদুর রহমান সাহেল জানান, “সরকারি খাদ্য গুদামের চাল পোকাযুক্ত হওয়ার কথা নয়। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

দামুড়হুদায় কিশোরীকে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায়: ২ যুবক গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার সদর এলাকায় অবস্থিত ফ্যান্টাসি পার্কে ঘুরতে গিয়ে এক কিশোরী ও তার বন্ধুকে ভয়ভীতি দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল করে অর্থ আদায়ের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এবিষয়ে ভুক্তভোগী বাদী হয়ে থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন।

এজাহার সূত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর থানাধীন শহীদ বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান সরকারি ডিগ্রি কলেজের একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী গতকাল শনিবার সকাল ৯টার দিকে দামুড়হুদা থানাধীন “চুয়াডাঙ্গা ফ্যান্টাসি পার্ক” নামক স্থানে ঘুরতে আসে। তার সঙ্গে তার বন্ধু ঢাকা জেলার খিলক্ষেত এলাকার বিল্লাল হোসেন এর ছেলে মেহেদী হাসান শুভ (১৬) উপস্থিত ছিল।

পরে একই দিন দুপুর আনুমানিক ১২টার দিকে পার্কের পূর্ব পাশে অবস্থানকালে কয়েকজন যুবক তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে এবং সুযোগ বুঝে তাদের কাছে গিয়ে ছবি ও ভিডিও ধারণের ভয় দেখিয়ে ব্ল্যাকমেইল শুরু করে। একপর্যায়ে তারা ভুক্তভোগীদের মান-সম্মানের ক্ষতি করার হুমকি দিয়ে ছেলের কাছ থেকে প্রথমে ১ হাজার ৫০০ টাকা আদায় করে এবং পরবর্তীতে আরও ১০ হাজার টাকা দাবি করে।

ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ভুক্তভোগীরা বিষয়টি পুলিশকে জানালে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অভিযান চালায়। এ সময় ঘটনাস্থল থেকে দুইজনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো— দামুড়হুদা উপজেলার নাপিতখালী গ্রামের নওশাদ আলীর ছেলে শাকিল খান (২০) এবং উপজেলার সদরের পীরপুর গ্রামের

টাপু বিশ্বাস এর ছেলে সজিব বিশ্বাস (১৯)। তবে এ সময় পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে অভিযুক্ত অপর দুই যুবক রাকিবুল (২৬) ও রুবেল
(২০) কৌশলে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা যায়, আটককৃতদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ঘটনার সত্যতা মিলেছে। এ ঘটনায় চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতের মাধ্যমে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা রয়েছে।

এ বিষয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তারা ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কামনা করেন।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ্ উদ্দিন বলেন, গ্রেফতারকৃতদের গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দামুড়হুদা ও দর্শনায় ৬ ঘন্টার ব্যবধানে পুকুরে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলায় মাত্র ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে পানিতে ডুবে দুই শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। পৃথক দুই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছে ৪ বছরের শিশু রুফাইয়িত হোসেন ও ৯ মাস বয়সী শিশু আনিসা।

শনিবার সকালে ও দুপুরে উপজেলার নাটুদা ও কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের দর্শনা থানা এলাকায় এই হৃদয়বিদারক দুটি ঘটনা ঘটে। একদিনে দুই

শিশুর মৃত্যুতে ঐ এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জানা গেছে, শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে নাটুদা ইউনিয়নের বোয়ালমারি গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে এসে পানিতে ডুবে মারা যায় রুফাইয়িত হোসেন (৪)। সে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ঢোলমারি গ্রামের আসমান আলীর ছেলে।

স্বজনরা জানান, মায়ের সঙ্গে নানা আবুল কাশেমের বাড়িতে বেড়াতে আসে রুফাইয়িত। সকালে বাড়ির পাশে খেলাধুলা করতে করতে একপর্যায়ে সবার অগোচরে পাশের পুকুরে পড়ে যায় সে। অনেক খোজাখুজির পর এক পর্যায়ে বাড়ির পাশের পুকুরে ভাসমান অবস্থায় তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। শিশুটির আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে শোকের মাতম নেমে আসে।

এর কয়েক ঘণ্টা পর দুপুরে দর্শনা থানার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের চন্ডিপুর খামারীপাড়ায় ঘটে আরেকটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। আনোয়ার হোসেনের ৯ মাস বয়সী শিশু কন্যা আনিসা অসাবধানতাবশত বাড়ির পাশের একটি পানিভর্তি গর্তে পড়ে যায়। পরে পরিবারের সদস্যরা শিশুটিকে উদ্ধার করলেও তাকে আর বাচানো সম্ভব হয়নি।

একই দিনে ৬ ঘণ্টার ব্যবধানে দুই শিশুর এমন করুণ মৃত্যুতে হতবাক স্থানীয়রা। তাদের ভাষ্য, সামান্য অসতর্কতা আর নজরদারির ঘাটতিই কেড়ে নিল দুটি নিষ্পাপ প্রাণ। এ ঘটনায় দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ঘটনা নিশ্চিত করেছেন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ মেজবাহ উদ্দিন জানান, একটি ঘটনায় স্বজনদের কোনো অভিযোগ না থাকায় প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। অন্য ঘটনাতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

দামুড়হুদায় জাতীয় বিজ্ঞান ও

প্রযুক্তি মেলার সমাপনী

দামুড়হুদায় দুই দিনব্যাপী ৪৭তম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ, বিজ্ঞান মেলা, ১০ম বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ও বিজ্ঞান বিষয়ক কুইজ প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকাল ৪টায় উপজেলা অডিটোরিয়াম হলে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উৎসবমুখর পরিবেশে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বাস্তবায়নে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় অনুষ্ঠিত এ মেলায় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক অংশগ্রহণ করে।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) শাহীন আলম, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামছুজোহা পলাশ, দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা রহমান এবং উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি আবেদ উদ-দৌলা টিটনসহ আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

মেলায় মোট ১৩টি স্টল নিয়ে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ২টি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান জুনিয়র, সিনিয়র ও বিশেষায়িত গ্রুপে অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে ফার্স্ট মাল্টিমিডিয়া মডেল স্কুল, দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে দর্শনা দারুস সুন্নাত সিদ্দীকিয়া ফাজিল মাদ্রাসা এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেছে দামুড়হুদা রেসিডেন্সিয়াল আইডিয়াল স্কুল।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণার প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বাড়াতে এ ধরনের আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের আশাবাদ

ব্যক্ত করা হয়।

শেষে সফলভাবে মেলার আয়োজন সম্পন্ন হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

দামুড়হুদায় যুবদল নেতা মাহফুজুর রহমান মিল্টনের জানাজা সম্পন্ন

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্যসচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টনের প্রথম জানাজা ব্যাপক শোক ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা মিনি স্টেডিয়াম মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

জানাজায় উপস্থিত থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি মাহমুদ হাসান খান (বাবু) গভীর শোক প্রকাশ করে বলেন, মিল্টনের মতো ভালো ও গুণী কর্মীদের জন্য বারবার রাজনীতির মাঠে ফিরে আসতে মন চায়। পরে সকাল ১০টায় জনপ্রিয় এই যুবনেতার নিজ গ্রাম পাটাচুরায় দ্বিতীয় জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে মরহুমের দাফন সম্পন্ন করা হয়।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক শরীফুজ্জামান শরীফ। তিনি বলেন, “মাহফুজুর রহমান মিল্টন ছিলেন একজন সৎ, মৃদুভাষী ও গুণী মানুষ। তাঁর মৃত্যুতে দলের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।”

জানাজায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ হাসান মিল্টন, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উবায়দুর রহমান সাহেল, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রফিকুল হাসান তনু, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ মেসবাহ উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ, যুগ্ম সম্পাদক মন্টু মিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক প্রভাষক

আবুল হাসেম, জেলা যুবদলের সভাপতি শরিফুজ্জামান সিজার, সাধারণ সম্পাদক সাইফুর রহমান ঝন্টু, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজিব খান, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান বাচ্চু, যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ ও সোহেল রানা, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি শাজাহান খানসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গসহ দলীয় নেতাকর্মী, আত্মীয়-স্বজন ও সর্বস্তরের মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
মিল্টনের অকাল মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টনের ইন্তেকাল

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব, ত্যাগী ও পরিচ্ছন্ন রাজনীতিবিদ মাহফুজুর রহমান মিল্টন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৪ বছর।

গতকাল শনিবার বিকাল ৩টার দিকে অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথমে তাঁকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে রেফার করেন। পরিবারের সদস্যরা অ্যাম্বুলেন্সযোগে কুষ্টিয়ায় নেওয়ার পথে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাহফুজুর রহমান মিল্টন দামুড়হুদা উপজেলার পাটাচোরা গ্রামের মৃত শফিউদ্দীনের পুত্র। ১০ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন চতুর্থ। ব্যক্তিজীবনে তিনি এক কন্যা সন্তানের জনক। তাঁর মেয়ের নাম নওশীন (৬)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মাহফুজুর রহমান মিল্টন এলাকায় অত্যন্ত সুনামধন্য, ত্যাগী ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। দলীয় কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষের পাশে

দাঁড়ানো সব ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন সক্রিয় ও জনপ্রিয়। তাঁর অকাল মৃত্যুতে পরিবারসহ পুরো দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

আজ রবিবার সকাল ৯টায় দামুড়হুদা স্টেডিয়াম মাঠে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। এরপর সকাল ১০টায় নিজ গ্রাম পাটাচোরায় দ্বিতীয় জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন সম্পন্ন করা হবে।

এদিকে, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহ-দপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূইয়া স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন (এমপি) গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

শোকবার্তায় নেতৃদ্বয় বলেন, “মাহফুজুর রহমান মিল্টন ছিলেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের একজন নিবেদিতপ্রাণ সংগঠক। রাজপথের সকল আন্দোলন-সংগ্রামে তাঁর সাহসী ভূমিকা সর্বমহলে প্রশংসিত। তাঁর মতো ত্যাগী নেতার অভাব সহজে পূরণ হওয়ার নয়।”

নেতৃদ্বয় মরহুমের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার, দলীয় নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।